নিজে পড়

সুখলতা রাও

লেখা আরম্ভ করবার আগে এই আঁকগুলি আঁকতে

শিশুরা অভ্যাস করবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত।
[টি. বি. ৮ তাং ৬।৫।৫৯]

কিন্ডারগার্টেন প্রথা অনুসারে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক

নিজে পড়

সুখলতা রাও

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা
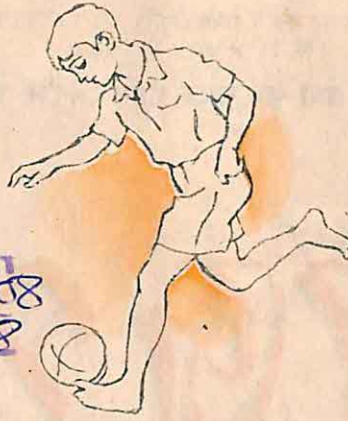
প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা - ৯

শিল্পী :
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা প্রিন্টিং হাউস
৭৯।৯বি আচার্য জে. সি. বোস রোড
কলিকাতা ৭০০ ০১৪

পরিবেশক :
ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মূল্য—তিন টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৬
দ্বাবিংশতি মুদ্রণ—৩০,০০০
এপ্রিল ১৯৭৯

নিজে পড়

আকার া   তএ া   তা

তা   আতা

অত আতা

নিজে পড়

ও ভ

ভারা

খাবার

কাক আ আ
খই খা খা
কর কা কা

ও বাবা কার খাবা

নিজে পড়
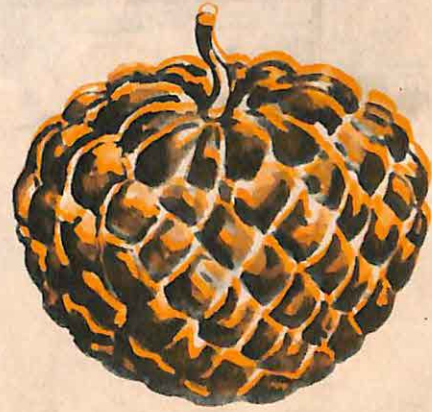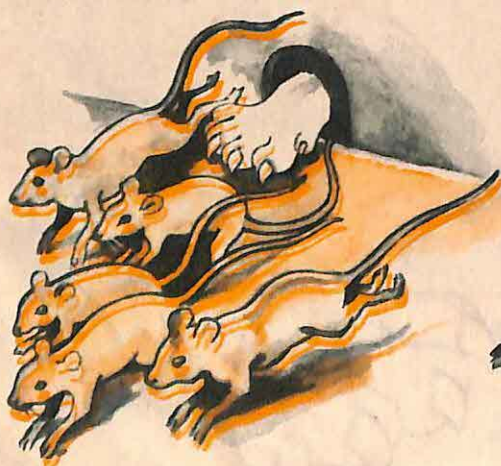
ড ঊ জ ড়
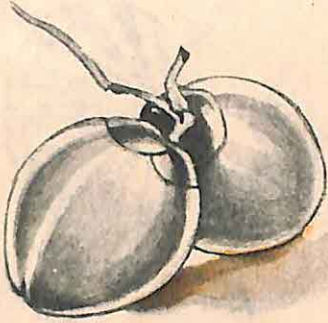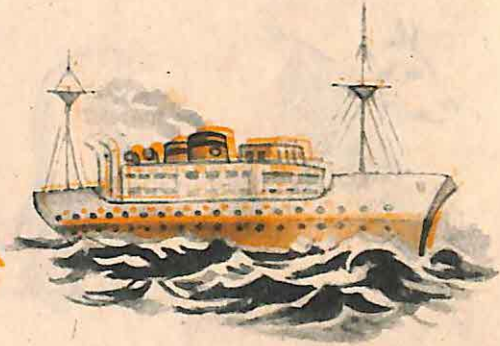
ডাব বউ জাহাজ

ওই ওড়া জাহাজ।

বাজার কর।

আজ বড় বড় খাজা খাব।

গ প
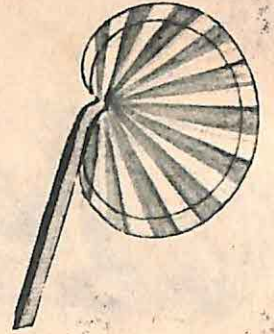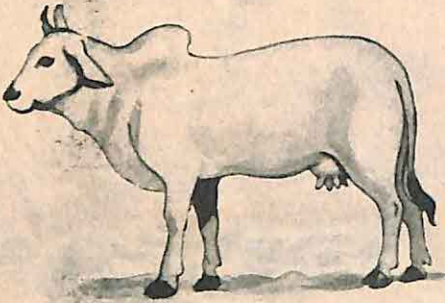
গাই পাখা
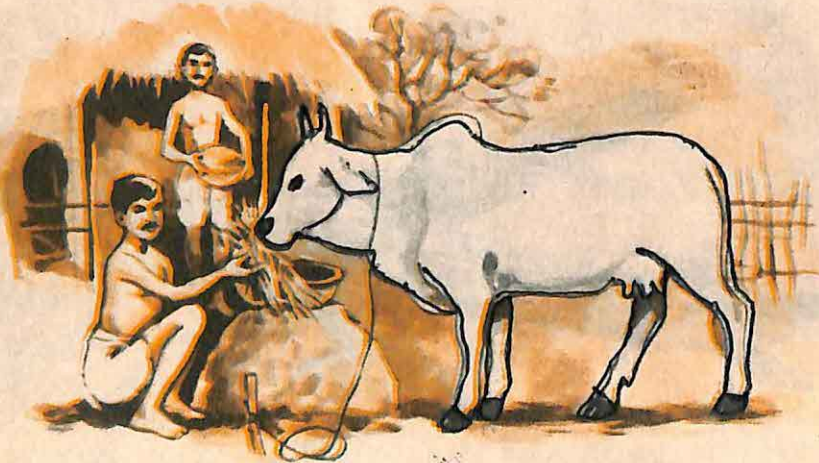
ওই হাবা আর তার গাই। গবা হাবার ভাই। ওই গবা। তার হাত ভরা পাতা। গাই পাতা খাও। তারপর জাব খাও।

চ ছ
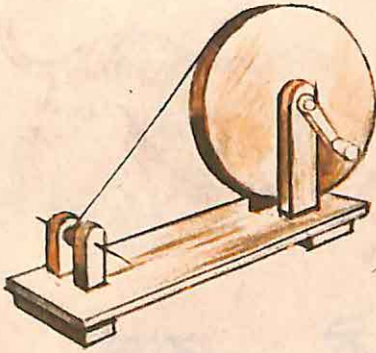
চরকা চড়াই ছাতা

পাতার ছাতা

বাবার ছাতা

কার ছাতা?

ন ণ ল ম ঘ

নখ বাণ ছাগল মই বাঘ

ঘন বন
পথ কই
ওই পথ
ঘর ওই

মাছ ভাজ, থালা আন।
ভাত বাড়, জল আন।

দ

ঝাউ গাছ দরজা

গাধা ডাক ছাড়ল।
দরজা দাও।
জানালা দাও।
কান ঝালাপালা হল।

কাক চড়াই ছানা ধরল।
কত চড়াই লড়াই করল।
তখন কাক বাছাধন ভাগল।

য য় ফ

যব ফল হায়না ময়না

ওই পাহাড় কত বড়।
মাথায় তার বরফ।

ঝড় হয়, ভয় নাই।
হাত ধর চল যাই।

ইকার ি ড+ি ডি ব+ি বি চ+ি চি

ডিম বিড়াল চিতাবাঘ

ছবি কথা

[চিতাবাঘ] ডিম নিল। ধর ধর। কাল

দিদির [মাছ] নিল। আমি [ছাতা]র

বাড়ি মারলাম। দিদি [পাখা]র বাড়ি

মারল। লাগল না। [বিড়াল] পালাল।

ঈ

ঈগল

ময়রা খাবার বানায়।
খাজা গজা বানায়।
বরফি জিলিপি নিমকি
কত কি বানায়। কত
বিকি কিনি। আমরাও
খাবার কিনি। ময়রার
বড় উনান। বড় বড়
কড়া। বড় বড় থালা
ভরা ছানা চিনি।

ঈকার ী   ন+ী নী   দ+ী দী   র+ী রী

নদী   রানী   পরী

হাতির পাল বন বাদাড় ছারখার করল।

রঙ নাও।
ছবি রঙ কর।

হাওয়া গাড়ি যায়।
গাই ভয় পায়।
বলদ পালায়,
গড়ায় খানায়।

নিজে পড়

ঢ ট ঠ
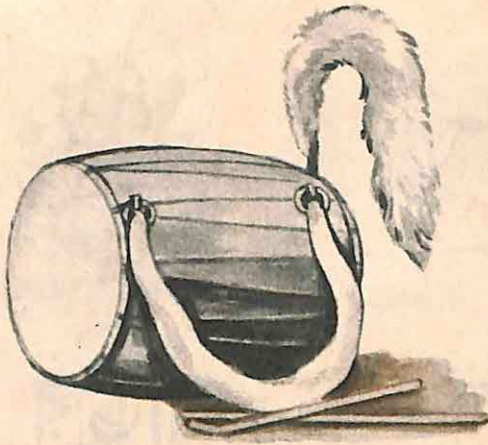
ঢাক উট ঠানদিদি

টিকটিকি টিকটিক ।
বল নাকি ঠিক ঠিক ?
থাক ঘর দরজায়,
আলমারি আলনায় ।
টিয়াও না, পায়রা না
ডিম পাড়, হয় ছানা ।

নিজে পড়

উকার ু প এ ু পু ত এ ু তু ঙ এ ু ঙু
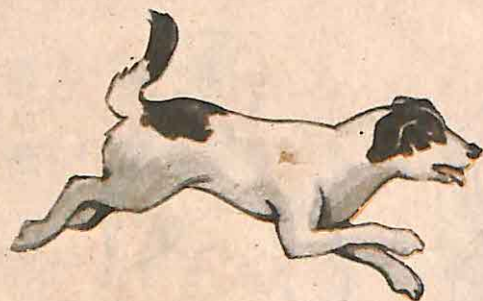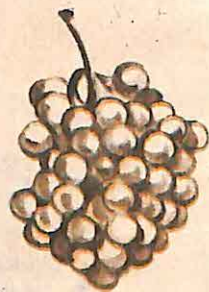
কুকুর পুতুল আঙুর

দুধ খাও চুম চুম
খুকুমণি দাও ঘুম।

শ ষ স

রএ ু রু রু গএ ু গু গু হএ ু হু হু

শকুন মহিষ সজারু আগুন

হনুমান লাফ দিল।
হুকু হুকু ডাক দিল।
গাছ ভরা আম ছিল।
খপাখপ হনু নিল।

নিজে পড়

ফানুস

পাড়ার মাঠটায় সবাই ফানুস ওড়াল। খুব বড় ফানুস। হাওয়ায় ভাসল ফানুসটা। খানিক উড়ল। তারপর আগুন লাগল তার গায়। পড়ল চালা-ঘরটার উপর। সবাই ছুটল। জল ঢালা হ'ল চালাটায়। খড় কিনা তাই আগুন লাগবার ভয় ছিল।
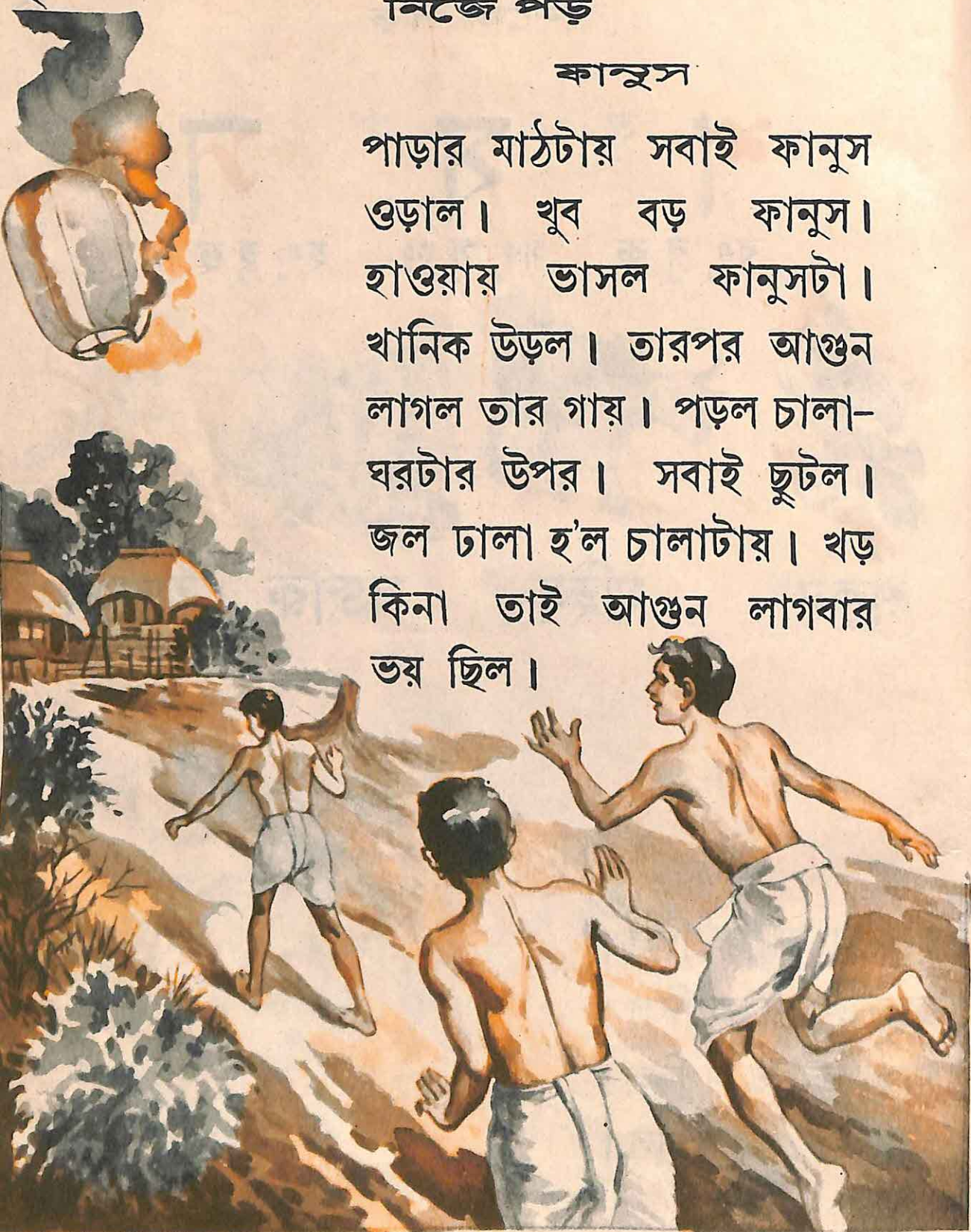
উষা

ঋষি

ঋষিপদ উষাদিদির ভাই।
ঋষিপদ 'ঋজুপাঠ' পড়।

নিজে পড়

ঊকার ূ   কএ ূ কূ   মএ ূ মূ   য়এ ূ য়ূ   রএরূ

নলকূপ   ময়ূর

ভূতনাথ আন পাত।
রূপনাথ খাও ভাত।
চূড়ামণি খায় ননী।
পূরবীর চলা ধীর।

নিজে পড়

ঋকার ৃ প এ ৃ প্ৃ ক এ ৃ কৃ

কৃষক পৃথিবী

কৃষি কর কৃষি কর কৃষি কর ভাই
পৃথিবীর মাটি কর চাষ।
কৃষির কৃপায় ধান মসুর কলাই
সকলি ত পাই বার মাস।

এ ঐ
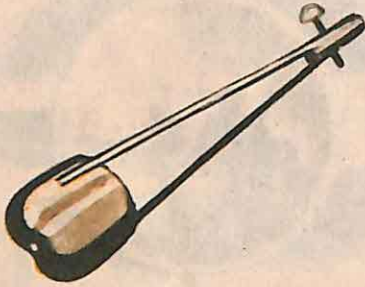
একতারা ঐকতান

আষাঢ় এল আষাঢ় এল
বরষা কাল পড়ল।
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর
বাদল ধারা ঝরল।

ঘুড়ি

দাদা একটা লাল ঘুড়ি ওড়াল। ঐ আবার একটা সাদা ঘুড়ি উড়ল। এই আবার নীল ঘুড়ি। লাল ঘুড়ির সুতা কাটা পড়ল। ঘুড়ি আটকাল জাম গাছটায়। ওটা এক বুড়ির বাড়ির জাম গাছ। দাদা ঘুড়ি চাইল। বুড়ি দিল।

নিজে পড়

একার ে জএে জে লএে লে কএে কে টএে টে

জেলে কেউটে বেলুন

এই আমাদের দেশের পতাকা। এতে তিনটি রঙ আছে। ঘাসের মত সবুজ রঙ। দুধের মত সাদা রঙ। আর গেরি মাটির মত লাল রঙ। পতাকার মাঝ-খানে চাকার ছবি।

ঘাড়ে নিয়ে ঞ
বিড়াল ডাকে মিঞ

চেয়ে দেখ ঘন মেঘ
ছেয়ে গেছে আকাশে।
পাখিরা বাসায় ফেরে
ডানা নেড়ে বাতাসে।

গাছে গাছে বুলবুল
নাচে দেখ চুলবুল,
ফুল নাড়ে বার বার,
ঝরে পড়ে পাতা তার।

ঐকার ৈ　　বএ ৈ বৈ　সএ ৈ সৈ

বৈঠা　　বৈরাগী　　সৈনিক

বরষায় পথ ঘাট
জল থৈ থৈ রে।
ভিজে কাক দেয় ডাক
জানালায় ঐ রে।
যাই আর কই বল
ঘরে বসে রই রে।
বৈকালে সবে মিলে
করি হৈ হৈ রে।

নিজে পড়

ওকার ো   ঘএ ো ঘো   ভএ ো ভো   গএ ো গো

ঘোড়া   ভোমরা   গোলাপ

হুল ফোটে, বোমা ফোটে,
চোখ ফোটে বিড়ালের।
ফুল ফোটে, আলো ফোটে,
হাসি ফোটে খোকনের।

শএ ু শু শু
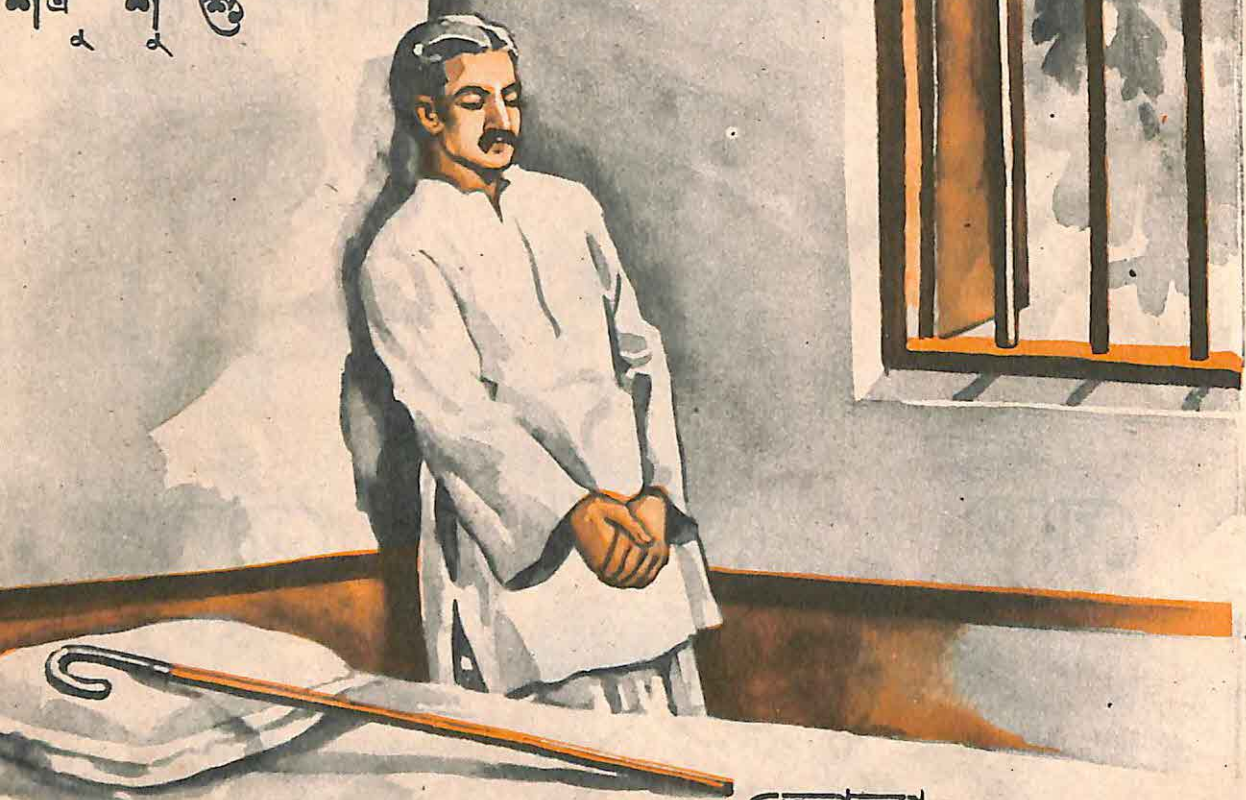
ভোলা

একজন লোক ভারি ভোলা ছিল। একদিন সে লাঠি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়িয়ে ফিরে সে নাকি লাঠিটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আর নিজে ঘরের কোণে খাড়া হয়ে রইল ভুলে।

ঔ

ঔকার ৌ   কএ ৌ কৌ   নএ ৌ নৌ   মএ ৌ মৌ

ঔষধ   পানকৌড়ি   মৌমাছি

নৌকা করে   বৌ এল রে,
পাড়াপড়শী কই !
দৌড়ে হারু   আনরে নাড়ু,
রাবড়ি মিঠাই দই।

নিজে পড়

খেলার ছড়া

ঘুঘু সই,
পুত কই ?
হাটে গেছে।
হাট কই ?
পুড়ে গেছে।
ছাই কই ?
গোয়ালে আছে।
সোনা-কুড়ে পড়বি না
ছাই-কুড়ে পড়বি ?

৫
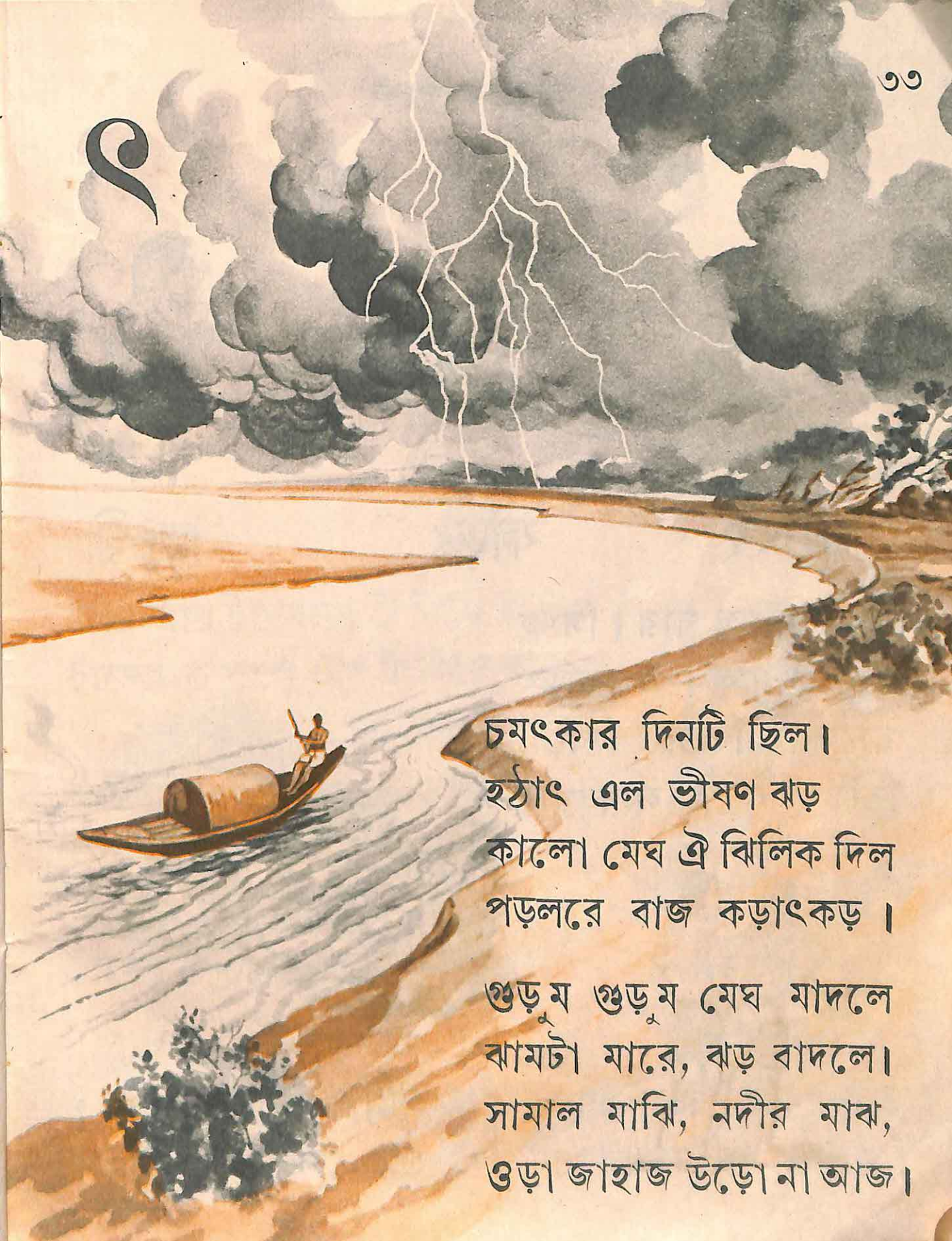
চমৎকার দিনটি ছিল।
হঠাৎ এল ভীষণ ঝড়
কালো মেঘ ঐ ঝিলিক দিল
পড়লরে বাজ কড়াৎকড় ।

গুড়ুম গুড়ুম মেঘ মাদলে
ঝামটা মারে, ঝড় বাদলে।
সামাল মাঝি, নদীর মাঝ,
ওড়া জাহাজ উড়ো না আজ।

ং ঃ

সিংহ ফড়িং দুঃখী

সিংহ মাংস খায়। সিংহ বনে থাকে। ফড়িং ঘাসের ভিতর তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফায়।

আঃ, পা মাড়াও কেন?
ওঃ, দেখতে পাইনি।

নিজে পড়

পেঁচা　　　হাঁস　　　পট্‌কা

আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
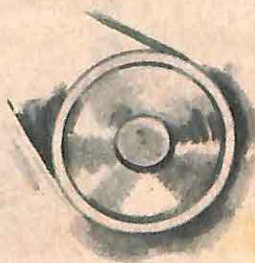
মাছি ভন্‌ ভন্‌ ওড়ে,
চাকা বন্‌ বন্‌ ঘোরে।

নিজে পড়

অ আ ই ঈ উ ঊ

ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল শ ষ

স হ ড় ঢ় য়

ৎ ং ঃ ঁ

ভালবাসি

ভালবাসি লাল ফুল,
ভালবাসি খেলবার
দম-দেওয়া রেলগাড়ি,
লাল বল, ঘুড়ি আর
পানতুয়া মালপুয়া ;
ভালবাসি কত কিছু,
ভাল জামা ভাল জুতা
ভাল ভাল যত কিছু ;
ভালবাসি বুড়ি ঝিকে,
মাসী পিসী মামাকে ;
সবচেয়ে ভালবাসি
মাকে আর বাবাকে।

নিজে পড়
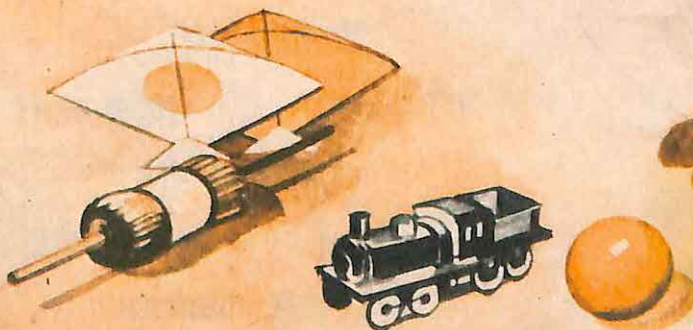
তোতা পাখি

একটি মেয়েকে আমি জানি। তাদের একটি তোতা পাখি ছিল। পাখিটি অনেক কথা বলত। একদিন বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। অমনি তোতা চেঁচিয়ে উঠল, "কে ? কে ?" চোরটা মনে করল, বুঝি কোন লোক কথা বলছে। তাই সে পালিয়ে গেল ভয়ে।
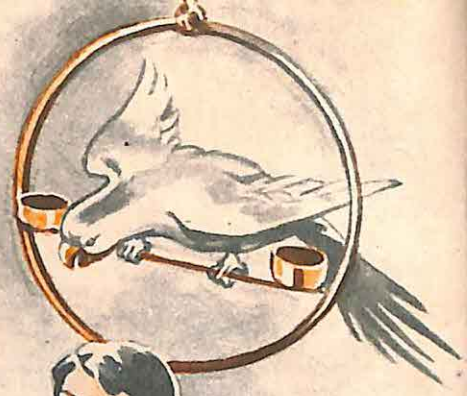
হরিণ

সোজা শিং, বাঁকা শিং,
নিরীহ হরিণ,
ডালপালা শিংওলা
জংলী হরিণ,
দল বেঁধে থাকে বনে
ঘাস পাতা খায়,
ভয় পেলে লাফ দিয়ে
দৌড়ে পালায়।

নিজে পড়

রাতের বেলা দাদা ও খোকার কথা

খোকা। হু'টো কি ঝক্ ঝক্ করছে?
দাদা। ঐ বেড়ালের চোখ নড়ছে।
খোকা। ওটা কি খচ্‌মচ্ করল?
দাদা। এই বেড়াল ইঁদুর ধরল।

মৌমাছি

ভোরবেলা মৌমাছি
মধু নিতে যায়,
ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে ফুলে
লুটোপুটি খায়।
নুয়ে নুয়ে পড়ে ফুল,
গুন্‌গুন্ ক'রে
মৌমাছি মধু নিয়ে
মৌচাক ভরে।
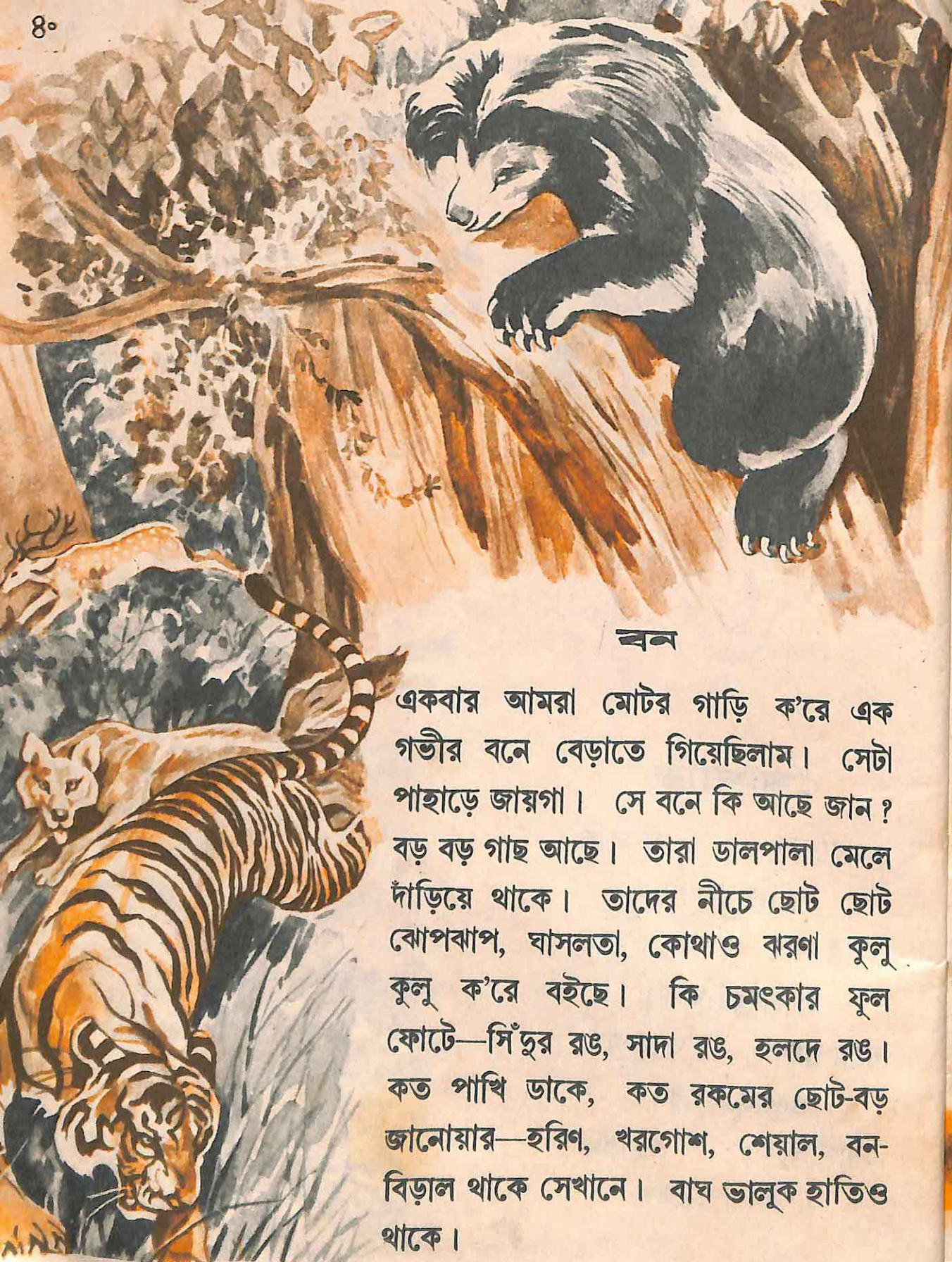
বন

একবার আমরা মোটর গাড়ি ক'রে এক গভীর বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেটা পাহাড়ে জায়গা। সে বনে কি আছে জান? বড় বড় গাছ আছে। তারা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের নীচে ছোট ছোট ঝোপঝাপ, ঘাসলতা, কোথাও ঝরণা কুলু কুলু ক'রে বইছে। কি চমৎকার ফুল ফোটে—সিঁদুর রঙ, সাদা রঙ, হলদে রঙ। কত পাখি ডাকে, কত রকমের ছোট-বড় জানোয়ার—হরিণ, খরগোশ, শেয়াল, বন-বিড়াল থাকে সেখানে। বাঘ ভালুক হাতিও থাকে।

নিজে পড়

টাটুলাল

এক যে ছিল ঘোড়ার ছানা,
নাম ছিল তার টাটুলাল।
শণ ছিল তার লেজখানা,
কাঠের পায়ে কাঠের নাল।
ঘর পেরিয়ে, কান উঁচিয়ে
পেরিয়ে উঠোন, পেরিয়ে খাল
ছুটত যখন গড়গড়িয়ে,
কেউ পেত না তার নাগাল।
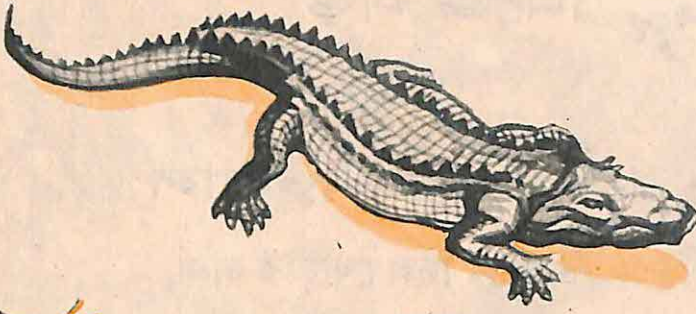
ঈ র রু হ হা হা
মী ন কু ল বা ধা
তি নু ক য় জা মা
স ব গ ঘ গা না

যাদের ছবি দেওয়া আছে, তাদের সবার নাম উপরের চার লাইনে লুকান আছে। খুঁজে বার কর ত।
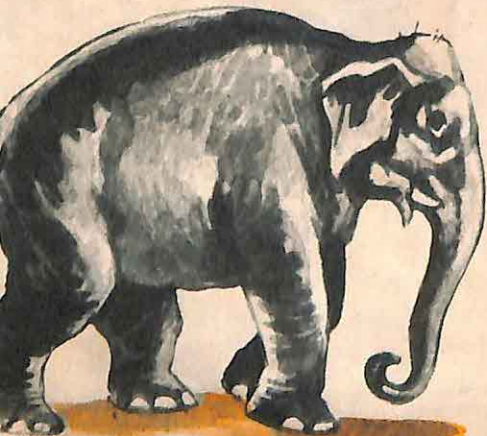
রূপকথা

ফুলের ভিতরে ফুলপরী থাকত। সেই ফুলের রস দিয়ে সুতো বানিয়ে পরী কাপড় বুনত। সেই কাপড় হতো চমৎকার, মাকড়সার জালের চেয়েও পাতলা। তাই মাকড়সার ভারি হিংসা পরীর উপরে।

একদিন সকালে পরী রোদে বসে কাপড় বুনছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, এই বড় মাকড়সা তাকে তেড়ে আসছে। পরী ত ভয়ে ছুট দিল। মাকড়সাও গেল তার পিছনে পিছনে। পরী তখন একটা ফুলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর, ফুলও অমনি পাপড়ি গুটিয়ে ঢেকে ফেল্‌ল পরীকে।

তারপর যখন ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ল, তখন দেখা গেল, ফুলের মাঝখানে মেঘের মত ধপধপে একটা জিনিস। ভিতরে বসে পরী একরাশ সুতো কেটেছে, এ তাই।

লোকে বলত, সেই গাছের বীচি থেকে কাপাস গাছ হয়েছে। কাপাসের তুলো দিয়ে সুতো কাটা হয়। সেই সুতো দিয়ে আমাদের কাপড় তৈরী হয়।

পেটুক রামু

পেটুক রামু পেটুক ভারি, দিন রাতই ভাবে,
পোলাও লুচি পায়েস কত, কত মিঠাই খাবে।
খাবার কথা ভেবে ভেবে ঘুমের ঘোরে রোজ,
একরাতে সে দেখছে যেন মামার বাড়ি ভোজ ;
কত রকম খাবার পাতে ঠিকানা তার নাই,
কোন্‌টাকে যে ধরবে আগে ভাবছে রামু তাই।
অনেক ভেবে, মাছের মুড়ো যেমনি তোলা শেষে,
ভাজা মাছটা ফেল্‌ল হঠাৎ ফিক্ ফিকিয়ে হেসে ;
তাই না দেখে দইএর বাটি দুই পা তুলে যায়,
মিঠাইগুলো মুখের দিকে চোখ পাকিয়ে চায় ;
গা ঝাড়া দেয় মালপুয়া আর বরফি ছিল যত,
চল্‌ল লুচি গড়গড়িয়ে, গাড়ির চাকার মত,
দৌড়ে এল জিবে-গজা দু-হাত জিব নেড়ে,
থতমত রামুর পানে সবাই এল তেড়ে !
ভয়ের চোটে যেমনি রামু উঠ্‌ল ধড়মড়িয়ে
পড়ল নীচে ধপাস্ ক'রে বিছ্‌না বালিশ নিয়ে।

পেঁচা

মা আর খোকার কথা

মা। খোকন, ঘুমিয়ে পড়।

খোকা। মা ওটা কি ডাকছে উঁ উঁ ক'রে ?

মা। ওটা পেঁচা।

খোকা। পেঁচারা কোথায় থাকে ?

মা। পেঁচারা গাছের কোটরে, পুরানো বাড়িতে পাথরের ফাটলে থাকে।

খোকা। ওরা কেন ঘুমায় না ? রাতের বেলা ডাকে ?

মা। ওরা দিনের বেলা ভাল দেখতে পায়না, তখন লুকিয়ে থাকে আর ঘুমায়। রাতের বেলা ভাল দেখতে পায়। তখন ইঁদুর বেঙ এইসব ধরে খায়।

খোকা। পেঁচা কেমন দেখতে ?

মা। পেঁচা পেলে তোমাকে দেখাব। ছবিতেও দেখতে পাবে। ওদের চেহারা ভারি মজার। গোল মুখ, গোল গোল চোখ। ঠোঁটটা ছোট, যেন মানুষের নাক। এক রকম বড় পেঁচা আছে, তাদের বলে হুতুম পেঁচা তারা ডাকে 'হুত্ হুতুম হুত্'।

রেলগাড়ি

ঝমর্ ঝম্ ঝমর্ ঝম্
ছাড়ল গাড়ি, রেলের গাড়ি।
বাজল বাঁশী, ধোঁয়ার রাশি
উড়লো মুখে, কোন্ মুলুকে
চল্‌ল গাড়ি রেলের গাড়ি,
মল বাজিয়ে দিক্ কাঁপিয়ে।

কয়লা পোড়া লোহার ঘোড়া
আগুন চোখে বিষম রোখে
ছুটল রেগে ঝড়ের বেগে
আঁধার বাটে পাহাড় মাঠে।
রইল ওরে কোথায় পড়ে
সহর বাড়ি, ছুটছে গাড়ি।

ঘঅম্ ঘম্ ঘঅম্ ঘম্
পেরোয় পুল নদীর কূল ;
যখন থামে মানুষ নামে।
ফের চলেছে, চাঁদ উঠেছে,
দূর কিনারা দেয় ইশারা,
থামবে বাঁয়ে আমার গাঁয়ে।

মা

ঘুমায় যখন বাসায় পাখি
মায়ের ডানা ঢাকে।
ঘুমায় যখন বিড়াল ছানা
মায়ের কোলে থাকে।
দিন ফুরালে ঘুমটি নেমে
আমার চোখে আসে,
ঘুমের ঘোরে তাকিয়ে দেখি
মা রয়েছেন পাশে ;
ঘুম-পাড়ানী গান করেন মা,
শুনতে আমি পাই।
কেউ কি জাগে মা-ও যখন
ঘুমিয়ে পড়েন ভাই ?
আছেন নাকি আর একটি মা,
সকলের মা যিনি,
দিনে রাতে সবার পাশে
জেগে থাকেন তিনি।
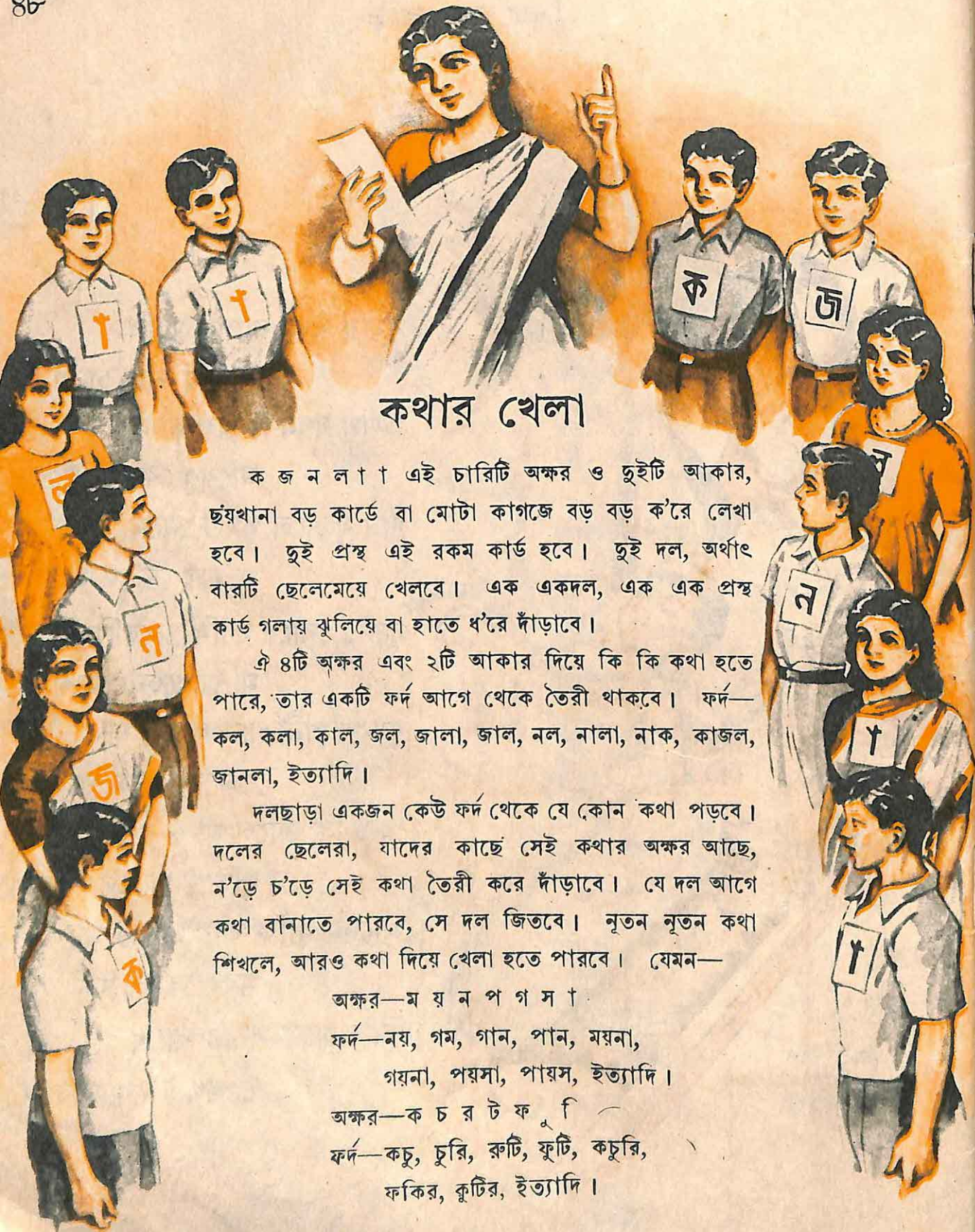
কথার খেলা

ক জ ন ল া া এই চারিটি অক্ষর ও দুইটি আকার, ছয়খানা বড় কার্ডে বা মোটা কাগজে বড় বড় ক'রে লেখা হবে। দুই প্রস্থ এই রকম কার্ড হবে। দুই দল, অর্থাৎ বারটি ছেলেমেয়ে খেলবে। এক একদল, এক এক প্রস্থ কার্ড গলায় ঝুলিয়ে বা হাতে ধ'রে দাঁড়াবে।

ঐ ৪টি অক্ষর এবং ২টি আকার দিয়ে কি কি কথা হতে পারে, তার একটি ফর্দ আগে থেকে তৈরী থাকবে। ফর্দ—কল, কলা, কাল, জল, জালা, জাল, নল, নালা, নাক, কাজল, জানলা, ইত্যাদি।

দলছাড়া একজন কেউ ফর্দ থেকে যে কোন কথা পড়বে। দলের ছেলেরা, যাদের কাছে সেই কথার অক্ষর আছে, ন'ড়ে চ'ড়ে সেই কথা তৈরী করে দাঁড়াবে। যে দল আগে কথা বানাতে পারবে, সে দল জিতবে। নূতন নূতন কথা শিখলে, আরও কথা দিয়ে খেলা হতে পারবে। যেমন—

অক্ষর—ম য় ন প গ স া
ফর্দ—নয়, গম, গান, পান, ময়না,
গয়না, পয়সা, পায়স, ইত্যাদি।

অক্ষর—ক চ র ট ফ ু ি
ফর্দ—কচু, চুরি, রুটি, ফুটি, কচুরি,
ফকির, কুটির, ইত্যাদি।

কথা বলার সাথে সাথে, কীভাবে পাশে পাশে দাঁড়াতে হবে,

ছবিতে দেখে নাও।
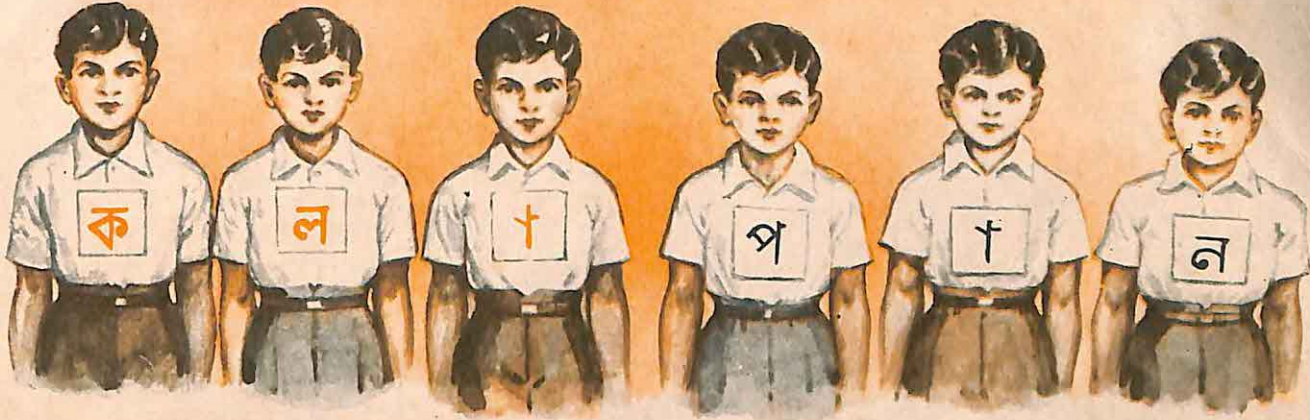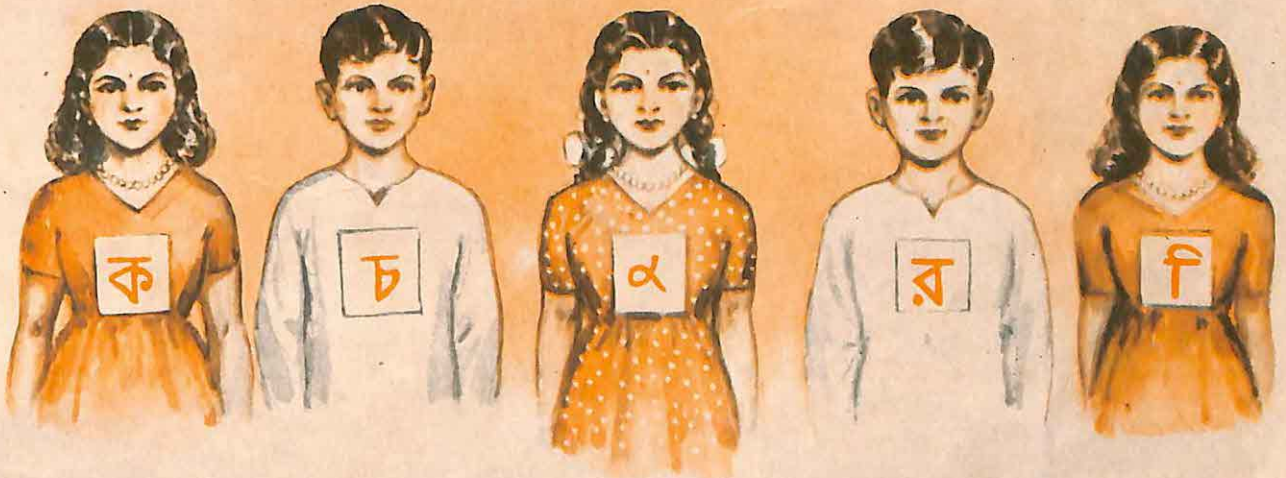
কচুরি

যার যা অক্ষর, ঠিক তা মনে রাখবে, আর বানানগুলোও

মনে রাখা চাই।

নিজে পড়

সুখলতা রাও